

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইসলামিক আমিরাতে বাংলাদেশ গঠনের রূপরেখা



নং	শিরোনাম (ইস্ম)	পৃষ্ঠা
১	ইসলামিক সরকার বাংলাদেশ	০১
২	ইসলামিক আমিরাতে বাংলাদেশ গঠনের রূপরেখা	০৫
৩	রাসূল (সাঃ)-এর জীবনীর আলোকে আমাদের করণীয়	১৭
৪	সমাজে প্রচলিত কিছু প্রশ্ন ও তার ইসলামী সমাধান	২০

আজ জুমার দিন। নতুন ক্যালেন্ডার অনুসারে, এটি সপ্তাহের প্রথম দিন।

আমার শহরের আগের নাম রংপুর ছিলো, এখন এটির নতুন নাম হয়েছে রহমতপুর। ফজরের মিষ্টি আজান মাইকে ভেসে আসতেই পুরো রহমতপুর শহর জেগে উঠল। আজানের সুর এতই হৃদয়স্পর্শী ছিল যে আশেপাশের অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনার সুযোগই ছিল না, কারণ এখন মাইকে কুরআন তেলাওয়াত ও আজান ছাড়া অন্য কিছু বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফজরের পর আমার নিত্যদিনের রুটিন শুরু। নতুন নিয়ম অনুসারে, দৈনন্দিন কার্যক্রম ফজরের দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা পর শুরু হবে। পুরনো ব্রিটিশ সময় ধরে চলা 'ব্যস্ততা' এখন নেই; এখন গতি কম, কিন্তু বরকত বেশি। ঘরে রাখা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিশ্চিত হলাম, আমার পাঞ্জাবি ও পাজামা পরিপাটি, আর মুখে দাড়ি ঠিকমতো আছে। গত সপ্তাহে আমি আমার পুরনো পশ্চিমা পোশাকগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। আলহামদুলিল্লাহ, এখন পুরুষের পোশাকে আর কোনো দ্বিধা নেই। আমার ঘরে দিনের সামান্য আলোতে দেওয়ালে বড় করে 'মা শা আল্লাহ' লেখাটি জ্বলজ্বল করছে।

গত রাতে এশার আগেই কাজ ও রাতের খাবার শেষ হয়েছে; কারণ এখন বিবাহ, মাহফিল বা যেকোনো গণসমাবেশ মাগরিবের পর চলতে পারে না। যখন থেকে ইসলামিক সরকার কার্যকর হয়েছে, তখন থেকে আমার মতো হাজারো যুবক নতুন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। গত বছর যখন বিদেশি সকল কোম্পানিকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল এবং ঘুষ ও সুদের অর্থে গড়া সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে গরিবদের দেওয়া হয়েছিল, তখন আমার মতো ছোট উৎপাদনকারীরা সুযোগ পেয়েছিল। আমি ছোট একটি কারখানা দিয়েছি, কারণ সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ হলো: সকল চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ, যাতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন সুদ-মুক্ত, ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে। আল-কুরআনের সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতের নির্দেশ মেনে—"যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়"— এই জন্য সরকার ব্যবসায় কঠোর নীতি নিয়েছে। পুরনো সুদভিত্তিক অর্থনীতির "গ্রুপ" প্রথা বিলুপ্ত। দালালচক্র ও সিল্ডিকেট এখন অতীত, বেকারত্ব কমেছে এবং নগরমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। সুদের কারবার, যা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা হিসেবে বিবেচিত, এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং তার শাস্তি নিশ্চিতভাবে মৃত্যুদণ্ড। আমার ব্যবসার মুনাফা থেকে বাধ্যতামূলক যাকাত আলাদা করলাম, যাতে সূরা আল-বাকার ৪৩ নং আয়াত অনুসারে অর্থের প্রবাহ সারা সমাজে বজায় থাকে। এই সুদ-মুক্ত অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের প্রতিযোগিতা বেড়েছে, কারণ সকল চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে ছোট উৎপাদনকারীরা সুযোগ পায়। ফলে আমার নিজের তৈরি পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারছি। আমার বাবা ছিলেন একজন কৃষক। যারা পূর্বে সুদ ও ঘুষের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করেছিল, তাদের সব সম্পত্তি গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ায় আমার পরিবারও ছোট একটি কারখানা তৈরির জন্য প্রাথমিক মূলধন পেয়েছিল।

মসজিদে যাওয়ার পথে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠল। রাস্তায় কোনো নারীর ভিড় নেই। নারীরা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হলেও তারা সম্পূর্ণ বোরকায় আবৃত, এবং কোনো নারী রিকশা বা মোটরবাইক চালাচ্ছেন না। ব্যভিচার (ঘিনা), প্রেম বা পরকীয়া তো দূরের কথা, মাহরাম ছাড়া নারী-পুরুষ একসাথে চলাচলও এখন নিষিদ্ধ; ফলে সমাজে এক ধরনের গাঙ্গীর্ষ ও শালীনতা ফিরে এসেছে। প্রেম, ব্যভিচার বন্ধ করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য ২০ বছরের মধ্যে বিবাহের নির্দেশও সমাজ দ্রুত মেনে চলছে। আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। এটি এখন শুধু নামাজের স্থান নয়, বরং সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মসজিদের ইমাম সাহেব, তিনি এখন সমাজের নেতা ও প্রাথমিক বিচারক, খুতবার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। আজকের খুতবায় তিনি আরাকানের মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের গুরুত্ব এবং তারা যে যাকাতের অর্থ পাওয়ার যোগ্য, সে বিষয়ে কথা বললেন। পাশাপাশি আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসারে যাকাতের সম্পদ কীভাবে সঠিক খাতে ব্যয় করতে হবে তা সকলকে বললেন।

নামাজ শেষে ছোট সভা শুরু হলো। সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে কথা শুরু করলেন। তিনি জানালেন, সমাজে পুরুষদের বেকারত্ব দূর করার জন্য সকল নারীকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সভা শেষ হলো দোয়ায় কুণুতের মাধ্যমে, যা এখন শপথ বাক্য হিসেবে গণ্য হয়। সভা শেষে সকলের সাথে মুসাফা করলেন আমীরুল মু'মিনীন-এর নিযুক্ত রহমতপুরের আমীর (যিনি স্থানীয় নেতা হিসেবে এখন এই মসজিদে খুতবা দেন)। তিনি পূর্বে এলাকার একজন স্বনামধন্য কওমি মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বিচারের জন্য সকল কওমি মাদ্রাসার মুহতামিমরাই এখন বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন।

নেতার খুতবা ও জুমুআর নামাজ শেষে আমি যখন ঘরে ফিরলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঘরে আমার ছোট বোন, বয়স ১৫, মন খারাপ করে বসে আছে। আমার বোন ছিল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী। "

কী হয়েছে বোন?" আমি জানতে চাইলাম।

বোন কাঁপা স্বরে উত্তর দিল, "ভাইয়া, আমার দশম শ্রেণির পড়া শেষ। কিন্তু মন চাচ্ছে আরও পড়ি।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "আমি জানি বোন।

আমাদের ইসলামিক সরকার নারীদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। তারা মনে করে এর পরের উচ্চশিক্ষা নারীকে চাহিদা ও স্বাধীনতার নামে নিয়ন্ত্রণহীন করে তোলে।

" আমি তাকে বললাম, "চিন্তা করিস না, এখন তোমার দায়িত্ব ঘরেই জ্ঞানচর্চা করে দ্রুত বিবাহ করে সংসার গোছানো। যেহেতু বাবা বেঁচে আছেন, তোমার চাকরি করারও দরকার নেই। সরকার সেই সব নারীকে চাকরি থেকে প্রত্যাহার করেছে, যাদের স্বামী বা পিতা আছেন, যাতে পুরুষ বেকারত্ব দূর হয়।" আমার বোন আগে একটি নামকরা গার্লস স্কুলে পড়ত। কিন্তু গত বছর থেকে দেশের সকল স্কুল, কলেজ এখন দেওবন্দ কেন্দ্রিক মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসারে তাদের পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে। আমার বোনের স্কুলে এখন শুধু ইসলামি আকিদা ও মৌলিক জ্ঞান শেখানো হয়। এখন তোমার মূল কাজ হলো দ্বীনের জ্ঞানে আরও গভীর হওয়া এবং তোমার জ্ঞান দিয়ে তুমি নতুন প্রজন্মকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শিক্ষিত করা।

বিকেলে আমি আমার ছোট বোনকে নিয়ে বাজারে গেলাম। আমার বোন সম্পূর্ণ বোরকায় আবৃত। আমরা পায়ের হেঁটেই গেলাম, কারণ নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে দুই চাকা বিশিষ্ট কোনো যানবাহনে আরোহণ করতে দেওয়া যাবে না। মাগরিবের আগেই আমাদের ঘরে ফিরতে হবে, কারণ সকল কার্যক্রম মাগরিবের পূর্বে শেষ করার নির্দেশ। পথে দেখলাম, কওমি মাদ্রাসার কিছু ছাত্র সামরিক বাহিনীর মতো টহল দিচ্ছে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলেই হয়তো গুপ্তহত্যা, গুম ও হত্যার মতো ঘটনা কমে গেছে। তারা খুবই সতর্ক, ইমাম সাহেব তাদের তত্ত্বাবধান করছেন; তিনি একজন কওমি মাদ্রাসার মুহতামিম এবং সমাজের বিচারক হিসেবে স্বীকৃত। আজ বিকেলে একটি বিচার হলো। একজন ব্যক্তি পরকীয়া ও সমকামিতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলো। রায়টি ছিল কঠোর: প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড। সরকার এ বিষয়ে কোনো আপস করবে না। এই কঠোর ব্যবস্থাগুলো সমাজে ব্যভিচার ও প্রেম বন্ধ করতে সাহায্য করেছে এবং নারীরা এখন প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হয় না। আমাদের দেশে বিদেশি সংস্থা বা গুপ্তচরের আনাগোনা নেই, কারণ তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি সামরিক ও পুলিশের পুরনো বাহিনীকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ফিরে আসার পথে দেখলাম কোনো দোকানে নারীর ছবিযুক্ত কোনো বিজ্ঞাপন নেই। অশ্লীলতা বন্ধ করতে এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে। এমনকি বিউটি পার্লার, মদের বার, সিনেমা হল—সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবন এখন ভিন্ন, শহরে কোনো প্রকাশ্য মূর্তি নেই। মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ ১ টাকা, কিন্তু ইন্টারনেটের দাম অনেক বেশি, আর এটি ৩জি-তে চলে। আজ আমার যাকাত প্রদানের দিন। আমার কারখানার মুনাফা থেকে যাকাতের সম্পূর্ণ অংশ আমি ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দিলাম। এই টাকা তিনি আল-কুরআন অনুসারে ব্যয় করবেন।

ফিরে আসার পরে আমার 'বন্ধু' ছুটে এলো। আমার বন্ধু আগে ট্রাফিক পুলিশে চাকরি করত।

"বন্ধু, আমি তো বিপদে আছি। আমার এক প্রতিবেশী, সে নাকি গোপনে সুদের ব্যবসা করছে!" বন্ধু বলল।

যখন থেকে ইসলামিক সরকারের নতুন মুদ্রা চালু হয়েছে এবং ইলেকট্রনিক মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রার মধ্যে সমন্বয় আনার জন্য ঘুষ-সুদ ব্যবসায়ীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তখন থেকেই পুরনো কারেন্সি, ঘুষ-সুদ ব্যবহারের ওপর কঠোর নজরদারি চলছে।

"আমার বন্ধু, এখন আর পুলিশ নয়, কারণ সকল সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশকে কর্মবিরতি নিতে হয়েছে।" সে আমাকে বলল, "আমি ইমাম সাহেবের কাছে যাব। তিনিই এখন আমাদের সমাজের বিচারক।"

আমরা দু'জন মসজিদের দিকে হাঁটা দিলাম। মসজিদে এখন আর আগের মতো স্বৈরাচারী (সভাপতিভিত্তিক) পরিচালনা পদ্ধতি নেই, বরং ইসলামিক শুরা পদ্ধতি চালু হয়েছে। মসজিদের ইমাম সাহেব সেই শুরার প্রধান। ইমাম সাহেবের সামনে বন্ধু তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। ইমাম সাহেব পুরো বিষয়টি শুনলেন এবং কাল সকালে দু'পক্ষকে একসাথে বসার নির্দেশ দিলেন। তিনি স্পষ্ট করে বললেন: "যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে এটি কেবল সমাজবিরোধী কাজ নয়, বরং আল-কুরআনের বিধান লঙ্ঘনের অপরাধ। আমাদের সকল আদালত এখন আল-কুরআন অনুসারে বিচার করে। আর সকল হারাম টাকা ইসলামিক সরকারের তহবিলে জমা দিতে হয়।"

মসজিদ থেকে ফেরার পথে আমরা একটি দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দোকানদার তার মজুদ পণ্য দ্রুত খালাস করার চেষ্টা করছে, কারণ আড়তদার ও বিক্রেতাদের ১০ দিন অন্তর অন্তর মজুদ পণ্য খালাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি না হয়। পাশের একটি বাড়িতে একজন ডাক্তারকে দেখা গেল। তিনি রোগীকে সিজার করানোর আগে লিখিতভাবে তার যথার্থ কারণ উল্লেখ করছেন, যা এখন বাধ্যতামূলক। এমনকি শিশু ও নারীদের জন্য যে টিকা আমদানি করা হয়, সেগুলোও পুনরায় ল্যাব পরীক্ষা করা হয়, যাতে কোনো ষড়যন্ত্র না হয়। রাস্তার মোড়ে আগে যেখানে নারীর ছবি যুক্ত বিশাল বিশাল বিলবোর্ড থাকত, সেখানে এখন শুধু বড় করে "আল্লাহ আকবার" লেখা। নারীর ছবিযুক্ত সকল বিজ্ঞাপন ও পণ্য তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছে। আমি লক্ষ্য করলাম, এক দোকানদার নারীর লজ্জাস্থানের পোশাকগুলো কাগজে মুড়ে, সবার চোখের আড়াল করে গোপনে বিক্রি করছেন।

পরের দিন দুপুরের আগে আমি আমার নিকটস্থ "উপজেলা শুরা" কার্যালয়ে গেলাম। এই কার্যালয়টি সাত (৭) জন শুরা সদস্য মিলে স্থানীয় শাসন পরিচালনা করেন। সেখানে শুনলাম, একজন সদস্যকে অবসর দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি একটি ফরজ বিধান অমান্য করেছেন—এটি ছিল শুরা সদস্যকে অবসর দেওয়ার একটি প্রধান কারণ। নতুন সদস্য নির্বাচনের সময় এক প্রার্থী অধিক অগ্রাধিকার পেলেন, কারণ তার পিতা ছিলেন একজন শহীদ মুজাহিদ।

উপজেলা শুরার আমির সাহেব জানালেন, যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশ অনুসারে, তাদের এলাকায় সব সড়ক ও যানবাহন ডানমুখী করা হচ্ছে, এবং সব সড়ক ও প্রতিষ্ঠানের অর্থবিহীন বা বস্তুকেন্দ্রিক নামসমূহ বাতিল করে ইসলাম কেন্দ্রিক অর্থবহ নামকরণ করা হচ্ছে। উপজেলা থেকে ফিরতি পথে আমার ছোট ভাইর সাথে কথা হলো। সে একজন মেধাবী ছাত্র। এখন তার কর্মজীবনের শিক্ষা (১৮ থেকে ২০ বছর) শুরু হওয়ার কথা। আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম, ২১ থেকে ২৩ বছর বয়সে উচ্চতর (গবেষণা) শিক্ষা শুরু করা যেতে পারে। আমাদের দেশের সব স্কুল, কলেজ এখন দেওবন্দ কেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত, যেখানে সম্পূর্ণ সিলেবাস ইসলামকেন্দ্রিক। কাফিরদের সমাজব্যবস্থা, সুদের গণিত বা অশ্লীল সাহিত্য এখন আর পাঠ্যসূচিতে নেই।

আমার স্ত্রী ঘরেই আছেন। তিনি গোল জামা (সুন্নতি) পরিধান করেন এবং উচ্চস্বরে কথা বলা তাঁর জন্য নিষিদ্ধ। মাহরাম ব্যতীত নারীরা বাইরে বের হতে পারে না, এবং আমাদের বিবাহ হয়েছিল শরিয়ত মোতাবেক কম দেনমোহরের বিনিময়ে, মসজিদে। সমাজে পরিবার গঠনের নীতি পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে আসায় সমাজে নতুন স্থিতিশীলতা আসছে। আমার স্ত্রী এখন সিজার-বিহীন সন্তান জন্মদানের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, কারণ সরকার এখন সিজারিয়ান অপারেশন (সিজার) বন্ধ করেছে এবং ডাক্তারকে এর যথাযথ কারণ লিখিতভাবে রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করেছে। একইভাবে, শিশুদের ও নারীদের সকল প্রকার ভ্যাকসিন (টিকা) দেওয়াও বন্ধ করা হয়েছে।

আমাদের মূল্যবোধে, আল্লাহকে বেশি স্বরণ করার জন্য মোবাইলের পরিবর্তে তাসবিহ ব্যবহারকে 'উত্তম পন্থা' হিসেবে উৎসাহিত করা হয়। আমার হাতে থাকা একটি নতুন আরবি হরফের বাংলা বইটি উল্টালাম। এখন সকল গ্রন্থ ডান দিক থেকে লেখা হয়। লেখার পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণ স্পষ্ট: বাংলা শব্দকে আরবায়ন করে আরবি ভাষার ব্যবহার বাড়ানো। এখন আমরা ইংরেজিতে 'থ্যাক্স' না বলে বলি 'শুকরান', 'সরি' এর পরিবর্তে 'আসতাগফিরুল্লাহ', এবং 'ওকে' এর পরিবর্তে 'ইনশাআল্লাহ' বলি। আমাদের বাংলা হরফগুলো এখন দেখতে অনেকটা আরবি হরফের মতো, যা আল-কুরআন শিক্ষাকে সহজ করেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেছে।

আমার মন শান্ত। পুরো সমাজ এখন এক নতুন আদর্শে চলছে— যেখানে অর্থনীতি, সমাজ, বিচার ও শিক্ষা সবকিছু কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ শুধু একটি রাষ্ট্র নয়, এটি আল-কুরআনের দৃশ্যমান রূপ, যা জাতিতে বরকত ও ঐক্য এনেছে। আমার মতো অনেকে বিশ্বাস করেন, এটিই বরকতময় সমাজ। এই কঠোর নিয়মের জালে বন্দি হয়েই আমাদের সমাজ মুনাফিক ও কাফিরদের প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। আমার দেশ এখন "এক আল্লাহ তা'আলা, এক দেশ, এক ধর্ম, এক নিয়ম"—এই নীতিতে ঐক্যবদ্ধ।

আমাদের মধ্যে যাঁরা ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশে বসবাস করতে চান, তাঁদের জন্য ইসলামী সভ্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গঠনের রূপরেখা। ইসলামিক আমিরাত গঠনের জন্য আমরা আল্লাহ কর্তৃক যে নির্দেশ পাই, তা হলো.. তুমি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকো তারা যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার কোনো কিছু থেকে তোমাকে ফিতনায় না ফেলতে পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তাদের কোনো কোনো পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে চান; মানুষদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে সত্য ত্যাগী।" (আল-মায়দাহ: ৪৯)

আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমরা ইসলামী দেশ পরিচালিত করব, কারো খেয়ালখুশির অনুসরণ করব না। ইসলামী দেশ ও গণতান্ত্রিক দেশের পার্থক্য থেকে আমরা ধারণা পাই আমাদের কী রূপ দেশ গঠন করতে হবে। সেই ধারণা মোতাবেক বর্তমানে আমরা কীভাবে দেশ গঠন করব তার একটি প্রাথমিক বাস্তব চিত্র তুলে ধরব। আমরা ১৪ শত বছর আগের ইসলামী শাসনের কথা জানি, কিন্তু বর্তমান সময়কালে এসে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে? কোন বিষয়গুলো মিল রেখে পরিবর্তন আনা হবে এবং পরিবর্তনের পরে কেমন হবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। আমাদেরকে এখন থেকেই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার কার্যক্রম শুরু করতে হবে। যুদ্ধে বিজয়ের পরে আমরা সব কার্যক্রম একসঙ্গে শুরু করতে পারব না। বিজয়ের পরে কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হলে জনগণ নিজের মতো করে পরিচালিত হবে; এতে করে জনগণের নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা মেনে নেওয়া কঠিন হবে।

*** সরকার বা শাসক (মজলিস-উস-শূরা): জাতিকে পরিচালনার জন্য এবং প্রভুর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ পালনের উদ্দেশ্যে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়, তাকে শাসনতন্ত্র বলে। শাসনতন্ত্রের লিখিত বিধান অনুসারে জাতিকে পরিচালনা করার কেন্দ্রকে সরকার বা শাসক বলে। সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি দেশ পরিচালিত হয়। ইসলাম, সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ইসলামে সরকার নির্বাচনের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। তবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য "শূরা" পদ্ধতি। আল-কুরআনে "শূরা" নামে একটি সূরা আছে, যার কারণে ইসলামে এই নামের ব্যবহার ব্যাপক। "শূরা" সদস্যগণ রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। "শূরা" সদস্যগণের মধ্য হতে পরস্পর মুজাকারা করে রাষ্ট্রীয় প্রধান আমির করা হয়। "শূরা" সদস্যগণ "আমিরুল মু'মিনিন" এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। "শূরা" সদস্য সংখ্যার নির্দিষ্ট সীমা নেই, কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যয়ের কথা চিন্তা করে সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। "শূরা" সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৫ জন, সর্বোচ্চ ৩৩ জন হতে পারে।

একজন ব্যক্তির "শূরা" সদস্য হতে হলে যা যা গুণাবলী থাকতে হবে:

১. মুসলিম, বিবাহিত পুরুষ হতে হবে, যার থাকবে সুন্নতি পোশাক (পাঞ্জাবি, দাড়ি, পাগড়ি)।
২. আল-কুরআন ও হাদিসের উপর পরিপূর্ণভাবে দারুল উলুম দেওবন্দ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হতে হবে।
৩. যিনি আল্লাহর সব আদেশ, নিষেধ মান্য করেন এবং উপদেশ মোতাবেক পরিচালিত হন।
৪. যিনি সুন্নাহর মাধ্যমে নিজে ও পরিবারকে পরিচালনা করেন।
৫. মুজাহিদ হতে হবে। নিজ সন্তান বা পিতা শহীদ অথবা গাজী হলে অধিক অগ্রাধিকার পাবেন।
৬. যিনি আল্লাহকে ভয় করেন ও দানশীল।
৭. সপ্তাহে দুটি রোজা, শেষ রাতে আল্লাহর ইবাদত ও একাধিক বিবাহ যিনি বেশি করবেন তিনি অগ্রাধিকার বেশি পাবেন।

শুরা সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বা পরে রাষ্ট্রের খরচে হজ বা ওমরাহ করে আসতে পারে। সর্বোচ্চ গুণাবলী যে সকল ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে তিনি হবেন "শুরা" সদস্য। প্রথম "মসজিদ শুরা" এখানে সদস্য সংখ্যা পাঁচ (৫) জন হবে। দ্বিতীয় "উপজেলা শুরা" এখানে সদস্য সংখ্যা সাত (৭) জন হবে। তৃতীয়, "জেলা শুরা" এখানে সদস্য সংখ্যা এগারো (১১) জন হবে। চতুর্থ "বিভাগ শুরা" এখানে সদস্য সংখ্যা একুশ (২১) জন হবে। পঞ্চম, "রাষ্ট্রীয় শুরা" এখানে সদস্য সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩) জন হবে।

যে সকল কারণে বিদ্যমান "শুরা" সদস্যকে অবসর প্রদান করা হবে এবং নতুন "শুরা" সদস্য দায়িত্ব গ্রহণ করবেন সেই কারণ দেওয়া হলো। "শুরা" সদস্যের অবসরের কারণ:

১. কোনো ফরজ বিধানকে অমান্য করলে।
২. আমিরুল মুমিনিন নির্দেশ প্রদান করলে।
৩. বেশি বয়স হলে।
৪. শারীরিকভাবে অক্ষম হলে।
৫. পাগল হলে।

"শুরা" সদস্যকে সঠিক কারণে অবসর প্রদান করলে দেশ কখনো মুনাফিক দ্বারা পরিচালিত হবে না। বয়সের কারণে অবসর গ্রহণকারী সকল "শুরা" সদস্যগণ শুরা পরামর্শক হিসেবে দায়িত্বে পালন করবেন।

"ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ" পরিচালনার জন্য যে ক'টি মন্ত্রণালয় হতে পারে, তাদের নাম সমূহ নিচে দেওয়া হলো:

১. শুরা বা সরকার নির্ণায়ক ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এই মন্ত্রণালয় আমিরুল মুমিনিন নিয়ন্ত্রণ করবেন)
২. রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয় বা সরকার প্রধান
৩. আল-কোরআন ও হাদিসের সামাজিক নিয়ম বাস্তবায়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪. আল-কোরআন গণশিক্ষা এবং আল-কোরআন ও হাদিস গবেষণা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫. কোরআনের শাস্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬. হিফজ ও ইসলাম প্রচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭. মুসলিম নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮. হজ ও যাকাত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৯. ইসলামিক আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০. আলো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১১. প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১২. কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৩. খনিজ সম্পদ ও পোশাক বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৪. ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৫. চিকিৎসা ও ঔষুধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৭. পানি সম্পদ ও বৃষ্টির পানি সংগ্রহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৮. অর্থ ও বাইতুল মাল বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৯. ইসলামিক শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০. বিবাহ ও পরিবার বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২১. সম্পদ বণ্টন ও ভূমি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২২. জনপ্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৩. যোগাযোগ (রেলপথ, নদীপথ, সড়কপথ, বিমানপথ) বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৪. দেশ উন্নয়ন ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বন ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৭. স্থানীয় শুরা ও গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৮. সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সম্প্রচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৯. পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০. স্থাপনা নির্মাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩১. সশস্ত্র মুজাহিদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৩. বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মসজিদ পরিচালনার জন্য বর্তমান স্বৈরাচারী (সভাপতিভিত্তিক) পরিচালনা পদ্ধতিটি বাদ দিয়ে "মসজিদ শুরা" পদ্ধতি চালু হবে। মসজিদ শুরার প্রাথমিক পরিচালনার পদবিগুলি হলো:

১. মসজিদ আমির (ইমাম সাহেব)
২. মসজিদ সহকারী আমির (মুয়াজ্জিন)
৩. মসজিদ অর্থবিষয়ক আমির
৪. মসজিদ উন্নয়ন আমির
৫. মসজিদ অর্থ সংগ্রহ আমির

***** বিচার (আল-কাদা):** দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান লেখা হয়। সেই সংবিধানকে বাস্তবায়ন করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। আর সেই আইন অমান্য করলে আপনি হয়ে যাবেন অপরাধী। আপনার অপরাধ নিশ্চিত করে শাস্তি দেওয়াকে বিচার বলে। বিচার করার জন্য প্রয়োজন হয় আইনের, আইনের জন্য প্রয়োজন হয় সংবিধানের। আর আমাদের সংবিধান হলো আল-কুরআন, আইন হলো হাদিস। বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে ফকিহ, মুফতি ও মুহাদ্দিসগণ ইসলামিক আইন ও বিচার সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, তাঁরা হলেন ইসলামিক দেশের বিচারক ও আইনজীবী, তাঁরা ইসলামিক দেশের বিচার বিভাগ পরিচালনা করবেন।

প্রাথমিক ভাবে ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশে যেই সকল আইন চালু হতে পারে তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. সুদের লেনদেন (রিবা): সুদের লেনদেন অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা। যে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (বাকারা: ২৭৫-২৭৯)

২. শাতেম (আল্লাহ, রাসূল বা ইসলামের অবমাননাকারী): আল্লাহ, রাসূল বা ইসলামের অবমাননাকারীর তওবার সুযোগ নেই, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (আহজাব:৫৭, হাদিস ও ইজমা)
৩. প্রকাশ্যে শিরক (আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা): কোনো মুসলমান যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে রব মনে করে, তাকে ইসলাম মুরতাদ (ধর্মত্যাগকারী) হিসেবে গণ্য করে, যার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। (নিসা:৪৮, মায়িদা:৭২, সহীহ হাদীস)
৪. দৃশ্যমান মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি তৈরি/স্থাপন: দৃশ্যমান মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি তৈরি-স্থাপন সম্পূর্ণ নিষেধ। আর যে সকল ভাস্কর্য আছে, সেগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ রয়েছে। (আল-আম্বিয়া:৫৮, আন-নাহল:১২৩, সহীহ হাদীস)
৫. কিসাস (হত্যার জন্য হত্যা বা 'প্রতিশোধ'): ইসলামে প্রতিশোধের জন্য, আঘাতের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ আঘাতের বিধান রয়েছে। আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তার জন্য মৃত্যুদণ্ড। তবে, নিহতের পরিবার চাইলে রক্তমূল্য (দিয়ত) গ্রহণ করতে পারে অথবা ক্ষমা করে দিতে পারে। (আল-বাকারা:১৭৮-১৭৯)
৬. চুরি-ডাকাতি (সারিকা ও হিরাবাহ): নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে চুরির জন্য হাত কাটা। ডাকাতি/সশস্ত্র ডাকাতির ক্ষেত্রে অপরাধের ধরন অনুযায়ী হত্যা, শূলবিদ্ধ করা, বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়া, অথবা নির্বাসন দেওয়া। (মায়িদাহ:৩৮,৩৩)
৭. জিনার শাস্তি (ব্যভিচার): প্রেম হচ্ছে জিনার সূচনা, তাই প্রেম ও জিনা করলে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য ১০০টি বেত্রাঘাত। বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড (রজম)। (নূর:২, সহীহ হাদীস)
৮. নারীর ছবি ব্যবহার করে পণ্যের প্রচারণা: এটি সাধারণত 'তাজির' (তা'যীর) বা বিচারাধীন অপরাধের আওতায় পড়ে। শরিয়াহর সাধারণ নীতি অনুসারে, নারীকে নগ্নতা পরিহার করে পর্দা ও শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজে জড়িতদের বিচারক কর্তৃক শাস্তি (যেমন জরিমানা, বেত্রাঘাত বা কারাদণ্ড) আরোপ করা হবে। (নূর:৩১, আহজাব:৫৯)
৯. পোশাক (সতর আবৃত না করা): পোশাক অবশ্যই সতর (লজ্জাস্থান) আবৃত করবে, স্বচ্ছ হবে না এবং সংকীর্ণ হবে না। এর লঙ্ঘনকারীকে তা'যীরের আওতায় বিচারক কর্তৃক শাস্তি দেওয়া হবে। পুরুষের ক্ষেত্রে গোড়ালির নিচে পোশাক নিষিদ্ধ। (আরাফ:২৬)
১০. মাদক ও সিগারেট (নেশা সৃষ্টিকারী সব বস্তু হারাম): কোরআনে আত্মহত্যা বা নিজের ক্ষতি নিষেধ। তাই মাদক (নেশা) সেবন যে করবে, তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত (হদ্দে শারব) করা হবে। সিগারেট, এটি যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও অপচয়, তাই এটি হারাম। এর জন্য সরাসরি কোনো 'হদ' না থাকলেও, বিচারক কর্তৃক তা'যীর (শাস্তি) আরোপ করা হবে। (মায়িদা:৯০)
১১. সন্তান কর্তৃক পিতামাতাকে মারধর বা কষ্ট দেওয়া: সন্তান কর্তৃক পিতামাতাকে মারধর বা কষ্ট দেওয়া কবীরা গুনাহ (মহাপাপ) এবং 'উকুক আল-ওয়ালিদাইন' (পিতামাতার অবাধ্যতা) হিসেবে গণ্য। এর জন্য দুনিয়াতে সরাসরি কোনো 'হদ' নেই, তবে বিচারক কর্তৃক তা'যীর (শাস্তি যেমন কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত ইত্যাদি) প্রদান করা হবে। (বনী ইসরাঈল:২৩)
১২. জমি বা উত্তরাধিকার (ফারায়েজ): উত্তরাধিকার বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাধ্যতামূলক আইন। সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ না দেওয়া বা অন্যায়ভাবে দখল করা মহাপাপ। এর জন্য দুনিয়াতে বিচারক কর্তৃক জরিমানা ও দখলকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। অথবা, বিচারক উভয়ের জমি বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে নেবেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন। উভয় নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিলে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (নিসা:৭, ১১-১২, ১৭৬)

***** ব্যবসা-বাণিজ্য (তিজারা):** ক্রয়-বিক্রয় বা কেনা-বেচাকে ব্যবসা-বাণিজ্য বলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থের আদান-প্রদান হয়, আর অর্থের আদান-প্রদান সংক্রান্ত নীতিকে অর্থনীতি বলে। অর্থাৎ, অর্থনীতি মানবজাতির আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করে। মানবজাতির আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনীতিতে দুটি পদ্ধতি রয়েছে:

১. সুদভিত্তিক ব্যবসা বা অর্থনীতি: যার উদ্দেশ্য হলো অন্যকে আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে নিজে সুফল লাভ করা। (হারাম)
২. যাকাতভিত্তিক ব্যবসা বা অর্থনীতি: যার উদ্দেশ্য হলো অন্যকে আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে নিজের অর্থকে পবিত্র করা।

যাকাতভিত্তিক ব্যবসা বা অর্থনীতি: যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে আল-কোরআনের যে কয়েকটি আয়াতকে সামনে আনতে হবে, তা হলো:

১. সূরা হাশর ৭ নং আয়াত: যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। (বর্তমানে আমাদের গ্রুপ ও লিমিটেড কোম্পানির কাছে সম্পদ জমা হতে থাকে)।
২. সূরা আন-নিসা ১১-১২ নং আয়াত: সম্পদের জন্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ (ফারায়েজ)। (মেমোর্যান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এই নীতিতে সম্পদ উত্তরাধিকারী নির্ধারণ হয় না)।
৩. সূরা আল-বাকারা ৪৩ নং আয়াত: যাকাত দান করো। (বর্তমান ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সুদ দেয়, কিন্তু যাকাত দেয় না)।

যেহেতু ব্যবসা হলো অর্থনীতির চালিকাশক্তি, তাই আমাদের ব্যবসাকে উপরের তিনটি আয়াত অনুসারে সাজাতে হবে। উপরের তিনটি (৩) আয়াত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আমাদেরকে সর্বপ্রথম ব্যবসা নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

১. সূরা হাশর ৭ নং আয়াত উপরের বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পৃথিবীতে সম্পদের পরিমাণ কম, ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তির কাছে জমা হতে থাকে। যেমন: আমাদের দেশের একটি বড় কোম্পানির বিক্রয়কর্মী বেশি, এখন সে যা ইচ্ছা বিক্রয় করতে পারে। অন্যদিকে একটি ছোট কোম্পানি বেশি বিক্রয় করতে পারে না। এতে করে দিনে দিনে বড় কোম্পানির সম্পদ বৃদ্ধি হতে থাকে। একসময় তাদের কোম্পানির নিজস্ব মালিকানাধীন সবকিছু হয়ে যায়। এতে করে অন্য কোম্পানির উপর তার নির্ভরশীলতা কমে যায়। আর এই নির্ভরশীলতা কমানোর কারণে দালাল চক্র বা সিন্ডিকেট তৈরি হয়। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিত্তশালীদের নিকট সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়।

২. সূরা আন-নিসা-র ১১-১২ নং আয়াত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বর্তমান ব্যবসার নীতির কারণে পুঞ্জীভূত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সঠিকভাবে বণ্টন হয় না। এর কারণে দিন দিন কোম্পানি বড় হতে থাকে। কোম্পানি বড় হওয়ার কারণে অন্য কোম্পানির উপর তার নির্ভরশীলতা কমে যায়, যার ফলে অর্থের প্রবাহ কম হয়। অর্থের প্রবাহ কম হওয়ার কারণে একজনের কাছে অনেক সম্পদ জমা হয়।

৩. সূরা আল-বাকারা ৪৩ নং আয়াত উপরের বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতি বছর প্রয়োজনতিরিক্ত সম্পদ থেকে, নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় না করার কারণে গরিব দিন দিন গরিব হয়। সুদের কারণে দেশের জনগণ দিন দিন গরিব হতে থাকে, যার কারণে সম্পদ কেবল আমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই জমা হয়।

উপরে তিনটি (৩) আয়াতকে অনুসরণ করে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির জন্য ব্যবসা নীতিকে পরিবর্তন করতে হবে। আয়াত অনুসারে ব্যবসা নীতি যে রূপ হওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. সাগির ব্যবসা বা ছোট ব্যবসা ২. মুতাওয়াসসিত ব্যবসা বা মধ্যম ব্যবসা ৩. কাবির ব্যবসা বা বড় ব্যবসা।

সাগির ব্যবসা: যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একসাথে অনেক পণ্যের ব্যবসা করে, তাকে সাগির ব্যবসা বলে। সাগির ব্যবসার আরেক নাম খুচরা ব্যবসায়ী। অর্থাৎ: সাগির ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে পারবেন, কিন্তু বিস্তার করতে পারবেন না। উদাহরণ: আপনার একটি দোকান আছে, আপনি এই দোকানে চাল, ডাল, তেলসহ সকল পণ্যের ব্যবসা করতে পারবেন।

মুতাওয়াসসিত ব্যবসা: যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম নয়, কিন্তু বিভাগকেন্দ্রিক বিস্তার করতে সক্ষম, তাকে মুতাওয়াসসিত ব্যবসা বলে। মুতাওয়াসসিত ব্যবসার আরেক নাম পাইকারি ব্যবসায়ী। অর্থাৎ: আপনি উৎপাদন না করে শুধু একটি পণ্যের ব্যবসা করতে পারবেন, শুধুমাত্র বিভাগের ভেতরে যে কয়টি জেলা থাকবে। মুতাওয়াসসিত ব্যবসায়ীরা ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে পারবেন না, কিন্তু ব্যবসার বিস্তার করতে পারবেন। উদাহরণ: আপনি একটি বিভাগে চাল বিক্রি করতে পারবেন, কিন্তু ডাল বিক্রি করতে পারবেন না।

কাবির ব্যবসা: যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে সারাদেশে ব্যবসা করে, তাকে কাবির ব্যবসা বলে। কাবির ব্যবসার আরেক নাম উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ: আপনি জমিতে চাল উৎপাদন করে তা সারাদেশে বিক্রয় করতে পারবেন বা আপনার লোহা বানানোর কারখানা আছে, আপনি শুধু সারাদেশে লোহা বিক্রয় করতে পারবেন। কাবির ব্যবসায়ীরা শুধু একটি পণ্য সারাদেশে বিক্রি করতে পারবেন। উদাহরণ: আপনি সারাদেশে চাল বিক্রি করতে পারবেন, কিন্তু ডিম বিক্রি করতে পারবেন না। আপনাকে শুধু একটি পণ্যের ব্যবসা করতে হবে।

বিনিয়োগ: কোনো ব্যক্তির নিকট অধিক সম্পদ থাকলে বা তিনি নিজ ব্যবসার বাহিরে আয় করতে চাইলে রাষ্ট্রীয় খাতে তার সম্পদ বিনিয়োগ করতে পারবেন। যেমন: সেতু, বন্দর, সড়ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ।

উপরের ব্যবসা নীতি প্রণয়ন করলে, ব্যবসায়ী বাড়বে, যাকাতের পরিমাণও বাড়বে। নগরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমবে, বেকারত্ব কমে যাবে, পণ্যের দাম স্থির থাকবে। দালাল চক্র বা সিন্ডিকেট বা মুনাফাখোর ধ্বংস হয়ে যাবে। একজন ব্যক্তি অনেক সম্পদের মালিক হতে পারবে না। সম্পদের সঠিক বণ্টন করা যাবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাগামহীন মুনাফা অর্জন করে দেশের বাইরে অর্থ পাচার করতে পারবে না। আমরা বিনিময় প্রথাযে যেতে পারছি না, কিন্তু টাকাকে আমরা স্বর্ণের মান দিতে পারবো। এইভাবে না করলে দুর্নীতি আর সুদ কখনো বন্ধ করা যাবে না। মানুষ যে পরিমাণ অর্থ দুর্নীতি করে, তার থেকে বেশি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে। একজন মানুষের জীবিকার জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না, অধিক অর্থ তাকে বিলাসী করে। তবে খেলাফতের সময়কালে ব্যবসার পরিধির সীমাবদ্ধতা ছিল না, কিন্তু তখন লিমিটেড ও গ্রুপ নিয়মও ছিল না। তাই প্রাথমিকভাবে লিমিটেড ও গ্রুপ প্রথার বিলুপ্তির জন্য ব্যবসার পরিধির সীমাবদ্ধতা করতে হবে।

***** শিক্ষা (তা'লিম):** মানুষ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পরে তাকে পৃথিবী-উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; পৃথিবী-উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়াকে শিক্ষা বলে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, আর এই মেরুদণ্ডের মধ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কওমি, ডিপ্লোমা এত ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। ইসলামে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা হলো আল-কোরআন। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে যায় ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে পুরুষ-নারীর পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেই ভাবে সাজাবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে দেওবন্দকে অনুসরণ করে, যা মদিনার আহলে সুফফার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
২. স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কওমি, ডিপ্লোমা-সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ইসলামিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।
৩. ইসলামকেন্দ্রিক সম্পূর্ণ শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন হবে।
৪. সকলকে জন্মের ৫-১০ বছরের মধ্যে আল-কোরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে।
৫. সকল ছাত্র ও ছাত্রীকে ১১-১৭ বছরের মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হবে।
৬. সকল ছাত্রকে ১৮ - ২০ বছরের মধ্যে কর্মজীবনের শিক্ষা দেওয়া হবে।
৭. সকল ছাত্র ২১ - ২৩ বছরের মধ্যে উচ্চতর (গবেষণা) শিক্ষা নিতে পারবে।
৮. সাধারণ শিক্ষা শেষে নারীরা শুধু চিকিৎসা শিক্ষা নিতে পারবেন। (আমিরের পরামর্শ সাপেক্ষে)।
৯. সকল ছাত্রকে ১৭ বছর বয়সের প্রাথমিকভাবে তিন মাস মেয়াদি আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
১০. কাফিরদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকবে।

ইসলামিক সমাজ গঠনের জন্য ও সমাজে বেকারত্ব এবং ভিন্নমতের হার কমানোর জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ বর্তমানে আমাদের স্কুলে সমাজ বই পড়ানো হয়, আর সেই সমাজে কাফিরদের সমাজ ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হয়। গণিতে সুদের হিসাব শিক্ষা দেওয়া হয়, যেখানে উত্তরাধিকার গণিত থাকা বেশি জরুরি।

***** বিবাহ (নিকাহ):** অবিবাহিত নারীর জন্য হালাল পুরুষের ওপর নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে নারীর মালিকানা হস্তান্তর করাকে বিবাহ বলে। বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের শুরু হয়।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ বিবাহ নীতিতে যেই সকল পরিবর্তন আনবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. অবিবাহিত নারীরা পরিবারের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবে না; কেউ তা করলে তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে।
২. ইসলামে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়সের সর্বনিম্ন সীমা নেই, তবে এটি শারীরিক ও মানসিক পরিপক্বতা এবং অভিভাবকের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল।
৩. সকল নারীকে ১৭ বছরের মধ্যে ও পুরুষদের সবাই ২৫ বছরের মধ্যে বিবাহ করতে হবে।
৪. দেনমোহরের বিনিময়ে বিবাহ হবে; অতিরিক্ত দেনমোহর চাওয়া যাবে না; শরিয়ত মোতাবেক চাইতে হবে।
৫. সকল বিবাহ মসজিদে হবে।
৬. বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার ইসলামবিরোধী কাজ করা যাবে না।
৭. আমরা সমাজে চারটি (৪) বিবাহ প্রথা চালু করব।
৮. যাদের বিবাহ হবে না, তাঁদের জন্য গণবিবাহের আয়োজন করা হবে।

উপরের নীতি প্রণয়ন করলে সমাজে সি-সেকশন (সিজার) ও নিঃসন্তান হওয়ার প্রবণতা কমবে, পুরুষ সন্তান বেশি জন্ম নেবে, সমাজে অপরাধ কমে যাবে।

***** পরিবার (উসরাহ):** বিবাহের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকে পরিবার বলে। শিশু জন্মগ্রহণের পরে ভালো-মন্দ ও সঠিক-ভুল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পরিবার থেকে পায়। পরিবারে থেকে আমাদের বাচ্চারা যাতে সঠিক ইসলামের চর্চা করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ পরিবার গঠনের জন্য যেই সকল পরিবর্তন আনবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. যাদের মুখে দাড়ি গজায়, সবাইকে দাড়ি রাখতে হবে।
২. সবাই পাঞ্জাবি, পায়জামা, টুপি বা পাগড়ি পরবে, কারণ এটি মুসলমানের জাতীয় পোশাক।
৩. সকল নারী পর্দা করবে, অশ্লীল পোশাক প্রকাশ করবে না।
৪. নারীরা উচ্চস্বরে কথা বলতে পারবে না।
৫. নারীরা গোল জামা (সুন্নতি) পোশাক পরিধান করবে।
৬. নারীরা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারও নিকট তাদের সাজসজ্জা ও রূপ প্রকাশ করবে না।
৭. মাহরাম পুরুষ ব্যতীত নারীরা বাইরে বের হবে না।
৮. সকলে দস্তরখানা ব্যবহার করে খাওয়ার অভ্যাস করানোর ব্যবস্থা করা হবে।
৯. সকল পরিবারকে সূরা লোকমানের সঠিক চর্চা করানো হবে।
১০. পুরুষের কর্তৃত্বে অধীনে পরিবার গঠন করা হবে।

সমাজে কিছু লোক আছে, যাদের হজুর দেখলে শরীর জ্বালা-পোড়া করে, উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এমন লোক আর সমাজে থাকবে না।

***** মূল্যবোধ (আল-আখলাক):** ভালো-মন্দ এবং সঠিক-ভুল সম্পর্কে সঠিক ধারণাকেই মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধকে ব্যবহার করে ভালোকে মন্দ বা মন্দকে ভালো প্রতিপন্ন করা যায়। মুসলমান জাতির আখলাকে পরিবর্তন করার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই জন্য মুসলমান জাতি আজ ইসলাম থেকে অনেক দূরে, অথচ তারা এক আল্লাহর ইবাদতকারী।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ ইসলামিক মূল্যবোধ (আখলাক) প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেই সকল পরিবর্তন আনবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. সকলে যাতে আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, সেই উদ্দেশ্যে মোবাইলের পরিবর্তে সকলকে তাসবিহ ব্যবহার শিক্ষা দিবে।
২. বেশি বেশি সালাম দেওয়ার অভ্যাস করাবে।
৩. ডান হাতে খাবার খাওয়া ও ডান হাতে খাবার দেওয়ার অভ্যাস করাবে।
৪. হাঁটুর নিচে কাপড় পরা নিশ্চিত করবে এবং লম্বা-টিলা পোশাক পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করবে।
৫. সকলকে নিচু স্বরে কথা বলার অভ্যাস করাবে, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে।
৬. সকলে যাতে সকালে ও দুপুরে বেশি খায়, রাতে কম খায়, তার জন্য উৎসাহ প্রদান করবে।
৭. নারী-পুরুষ একসাথে আড্ডা দেওয়া বন্ধ করাবে।
৮. জিহাদের জন্য উৎসাহিত করবে।
৯. প্রেম, ব্যভিচার (যিনা), সমকামিতা ও পরকীয়া নিষিদ্ধ করবে।
১০. মদের দোকান, জুয়ার আসর, পতিতালয় বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে।

আমাদের মূল্যবোধকে পরিবর্তন করার কারণে, উপরোক্ত সকল কাজগুলো আমাদের সমাজে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যেমন, স্বভাবগতভাবে আমাদের হাতে কিছু রাখতে ভালো লাগে, তাই আমাদের মুরব্বিগণ হাতে তাসবিহ রাখতেন। বর্তমান সময়ে কাফেররা মূল্যবোধকে পরিবর্তন করে আমাদের হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছে। যদিও মোবাইল উপকারি, কিন্তু আমাদের তাবলিগের মুরব্বিগণ নির্দেশ দিয়েছেন যেখানে ঈমান হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে, তা থেকে দূরে থাকতে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ, সকল ইসলামী কাজকে ভালো ও সঠিক করে দেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

***** চিকিৎসা (ই'লাজ):** মানুষের অসুস্থতার সঠিক কারণ নির্ণয় করে সুস্থতা অর্জনের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাকে চিকিৎসা বলে। এই চিকিৎসা নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর, আর স্বাস্থ্য নির্ভর করে খাদ্যের উপর। খাদ্যে ভেজাল থাকার কারণে বর্তমান সময়ে মানুষ বেশি অসুস্থ হয়।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন আনবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. সিজারিয়ান অপারেশন (সিজার) বন্ধ করা হবে। যদি ডাক্তার সিজার করতে চান, তবে তার যথাযথ কারণ রাস্ত্রের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।
২. সিজার-বিহীন সন্তান জন্মদানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে করে সকল শিশু নিজ গৃহে জন্মগ্রহণ করতে পারে।
৩. শিশুদের সকল প্রকার ভ্যাকসিন (টিকা) দেওয়া বন্ধ করা হবে।
৪. নারীদের সকল প্রকার ভ্যাকসিন (টিকা) দেওয়া বন্ধ করা হবে।
৫. অপ্রয়োজনীয় রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করা হবে।
৬. ওষুধ কোম্পানির ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ বা চুক্তি করতে পারবে না।
৭. প্রতি বছর ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে ওষুধের মান যাচাই করা হবে।
৮. সকল হাসপাতালের রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হবে এবং সরকারি ও আধা-সরকারি হাসপাতালে একই মূল্য হবে।
৯. ওষুধ কোম্পানির রোগীর স্বাস্থ্য নির্দেশনা (প্রেসক্রিপশন) দেখতে পারবে না।
১০. সরকার কর্তৃক সকল সুবিধাসমূহ প্রকাশিত থাকবে।
১১. আমাদের খাদ্য তালিকা থেকে ব্রয়লার মুরগির ব্যবহার কমিয়ে আনা হবে।
১২. খাদ্যে ভেজাল দূর করার জন্য ফরমালিন ও সারের ব্যবহার কমিয়ে আনা হবে।
১৩. অকেজো ও মানহীন ওষুধ উৎপাদন বন্ধ করা হবে।

বর্তমান সময়ে দেশের মধ্যে সিজারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে, যার কারণে আমাদের সন্তানেরা দুর্বল রূপে জন্ম গ্রহণ করছে, তেমনি মাতা হচ্ছেন পঙ্গু। তার উপর আমাদেরকে গরীব রাস্ত্র বলে তারা টিকার নামে আমাদের উপর বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে। কারণ এখানে টিকার ক্ষতি দেখার কেউ নেই। অন্যদিকে গরুর মাংসের দাম বৃদ্ধি করে আমাদেরকে ব্রয়লার মুরগি খাওয়াতে বাধ্য করছে, এতে করে আমরা দিন দিন হয়ে উঠি অলস ও মোটা।

***** সংস্কৃতি (আ-দা-ব):** মানুষের জীবনের অবসর সময়ের ব্যবহারকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি ঠিক করে জাতি কর্মব্যস্ত সময় শেষ করার পরে, কীভাবে অবসর সময় ব্যয় করবে। আমরা সংস্কৃতি থেকে আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রহণ করি। যেমন, ইসলামিক সংস্কৃতিতে মাদক খাওয়া বেয়াদবি, অন্যদিকে বর্তমান সংস্কৃতিতে লালনগীতিতে মাদক খাওয়া এক ধরনের সংস্কৃতি (লালনের আদব)।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ সংস্কৃতি অঙ্গনে যে সকল পরিবর্তন আনবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. নির্লজ্জ নাচ, গান, সিনেমা, নাটক সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
২. মাদক, তামাক সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
৩. ইসলামিক গজল, সুন্নাহসমূহ এবং ইসলামের ইতিহাস প্রচার করা হবে।
৪. আল-কুরআনে যে সকল স্থানের বিবরণ দেওয়া আছে, তার ভ্রমণ ভিডিও প্রকাশ করা হতে পারে।
৫. সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিকার এবং ইসলামী আইনের প্রচারণা করা হবে।
৬. আল-কুরআন প্রতিযোগিতা সহ সকল শারীরিক খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে।
৭. ইসলামী দেশে কী ধরনের বই থাকবে, তা ঠিক করে দেওয়া হবে।
৮. মুসলিম সংস্কৃতির সাথে জড়িত হজ ও ওমরাহ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে।
৯. হজ ও ওমরাহ পালন করার জন্য ৫০ শতাংশ/৩০ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়া হবে।
১০. হজ ও রমজান মাস মনে রাখার জন্য হিজরি সনের ব্যবহার শুরু করা হবে। পাশাপাশি ঈষায়ী সনও থাকবে।
১১. দৈনিক কার্যক্রমের ফজরের দুই (২) থেকে আড়াই (২.৫) ঘণ্টা পর থেকে শুরু হবে, যা আসরের আজানের পূর্বে শেষ হবে।
১২. আসরের পরে সকল প্রকার ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।
১৩. জুমার নামাজের প্রস্তুতির জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার অর্ধ দিন এবং জুমাবার সারাদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হবে।
১৪. আমাদের মুসলমানদের সম্মিলনের দিন হলো জুমার দিন, এই জন্য জুমাবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন করা হবে।
১৫. সকল মুসলমান পুরুষকে ইসলামের জন্য প্রস্তুত রাখতে সপ্তাহে ১ রাত শবগুজারি (ইবাদতের জন্য জাগরণ) নিয়ম করা হবে।
১৬. নারী ছবিযুক্ত সকল কিছু নিষিদ্ধ করা হবে।
১৭. গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল পোশাক গোপনে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হবে।
১৮. সকল কাফেরের লেখা পাঠ্যপুস্তক থেকে অপসারণ করা হবে। (প্রয়োজনে কিছু রাখা হবে)
১৯. দুই হাতে মুসাফাহা করা, নম্র ভাবে চলাফেরা করা সহ সকল ইসলামি আদব শিক্ষা দেওয়া হবে।
২০. যারা কাফের, তাদের নামের পূর্বে 'কাফের' ব্যবহার করার রীতি শুরু করা হবে। যেমন, কাফের ইবলিশ।

সংস্কৃতি মানুষকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে কাফের ইবলিশের ও দাজ্জালের যে সকল সংস্কৃতি আছে, তা দূর করে ইসলামিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন করা হবে। কেউ যাতে লালনগীতির নামে মাদকের আসর বসাতে না পারে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সংস্কৃতি অঙ্গনে পরিবর্তন অনেক বৃহৎ একটি কাজ, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এখানে প্রাথমিক ধারণার জন্য কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো।

***** যোগাযোগ (ইত্তি-সাল):** যেকোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নির্দিষ্ট স্থানে আসা ও যাওয়াকে যোগাযোগ বলে। নির্দিষ্ট স্থানে আসা-যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ঠিকানা বা স্থানের নামের। বর্তমানে স্থানসমূহের অর্থবিহীন নাম বা বস্তুকেন্দ্রিক নামসমূহ বেশি ব্যবহার করা হয়।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন আনবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. সকল স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নামসমূহ ইসলাম কেন্দ্রিক অর্থবহ নামকরণ করা হবে।
২. সকল প্রকার যানবাহন এবং সড়কসমূহকে ডানমুখী করা হবে।
৩. যানবাহন চলাচলের সময় মাহরাম ব্যতীত নারী-পুরুষ একসাথে বসতে পারবে না।
৪. নারীরা মোটরবাইকে আরোহণ এবং মোটরবাইক ব্যবহার করতে পারবে না।
৫. নারীরা কোনো প্রকার যানবাহন চালাতে পারবে না।
৬. ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাহন নীতিমালা করা হবে।
৭. "রাষ্ট্রীয় শূরা" সদস্যগণ, সামরিক, আধা-সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী ব্যতীত সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ গণপরিবহন ব্যবহার করবেন।
৮. গণপরিবহন নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য মূল সড়কের পাশে কোনো প্রকার বাজার বা দোকান থাকবে না।
৯. বাজার বা দোকানে স্বল্পমূল্যে পণ্য পৌঁছানোর জন্য নদীকে সংস্কার করা হবে।
১০. নদীকেন্দ্রিক প্রাণী, স্থলকেন্দ্রিক প্রাণী, গাছপালা ও খাদ্যচক্রকে রক্ষা করার জন্য ইন্টারনেটের তড়িৎ প্রবাহ কমিয়ে আনা হবে।
১১. ইন্টারনেটের ব্যবহার কমানোর জন্য সকল প্রকার নির্লজ্জ সংস্কৃতি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
১২. দিনের আলোর ব্যবহার, নদীপথ ব্যবহার ও বৃষ্টির পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
১৩. সকল যানবাহনে কালিমা লিখা থাকা বাধ্যতামূলক করা হবে।
১৪. সকল প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথে মাশা আল্লাহ লিখা বাধ্যতামূলক করা হবে।
১৫. দুর্ঘটনা কমানোর জন্য সকল চালকের ঘুম নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হবে।
১৬. বার বার খননকার্য বন্ধ করার জন্য সকল কাজ একসাথে শেষ করার ব্যবস্থা করা হবে।

দেশের উন্নয়নের জন্য সড়ককেন্দ্রিক যোগাযোগ ভূমিকা রাখে। যোগাযোগের জন্য নতুন সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন একটি ক্রমবর্ধমান, চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সব সময়ের জন্য অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে সড়ক নির্মাণে বেশি দুর্নীতি হয়, আল্লাহর নিকট ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ হবে আল-কোরআনের দৃশ্যমান রূপ।

***** লিখন পদ্ধতি (নিয়ামুল কিতাবাহ):** মুখের ভাষাকে চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে লেখা বলে। এই লেখা বা চিত্র অঙ্কন যেকোনোভাবে প্রকাশ করা যায়। আমাদের মুসলমান জাতির সঠিক পথপ্রদর্শক আসমানি কিতাব আল-কুরআনের লেখা ডান দিক থেকে শুরু হয়। ইসলামিক সরকার বই লেখার জন্য ডানমুখী বর্ণমালার ব্যবহার করতে চায়। কারণ, আমাদের দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি দিনমজুর যায়। আর সকল দুর্নীতিবাজ ও সুদি মহাজনরা যায় পশ্চিমের দেশে। আমাদের দেশে পশ্চিমাদের ভাষা ইংরেজির ব্যবহার ব্যাপক হওয়ার কারণে, যে কেউ কথা বললে আমরা ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বুঝতে পারি। যেমন, আমরা কথায় কথায় বলি: থ্যাঙ্কস, সরি, হ্যালো, মিটিং, ওকে।

অর্থাৎ, আমাদের দেশে ইংরেজি শব্দকে বাংলায়ন করা হয়েছে, এই জন্য সাধারণ জনগণ ইংরেজি শব্দকে বাংলা থেকে বেশি সহজ মনে করে। ইসলামিক সরকার আরবি শব্দকে বাংলায়ন করবে। এতে করে আরবি ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হবে। তখন আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ আল-কুরআনের অর্থ ও আরবি খুতবা বা আরবি ভাষা ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বুঝতে পারবে। এতে করে আমরা ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে কথায় কথায় আরবি বলব। যেমন: থ্যাঙ্কস থেকে শুকরান, সরি থেকে আসতাগফিরুল্লাহ, হ্যালো থেকে জনাব বা হযরত, মিটিং থেকে মুজাকারা, ওকে থেকে ইনশাআল্লাহ

আমাদের বাংলা ভাষাকে ডান দিক থেকে লেখার জন্য আরবি হরফের ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ, বাংলা ভাষা লেখার সময় আরবি হরফ ব্যবহার করা হবে। যেমন: বাংলা = আমি, আরবি হরফ দিয়ে লেখা = 'عمى'। লেখার পরিবর্তনের কারণে আমাদের কাছে আল-কুরআন শিক্ষা সহজ হবে ও মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ লিখন পদ্ধতিতে যেই সকল পরিবর্তন আনবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. বাংলা লেখাকে ডানমুখী করা হবে।
২. আল-কুরআনের শব্দ ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।
৩. বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তন করা হবে।
৪. ইংরেজির স্থানে আরবিকে স্থান দেওয়া হবে।
৫. সকল গ্রন্থ ডান দিক থেকে লেখা হবে।

***** সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন (আল-আক্বীদাহ):** শিক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তির অনুসরণ বা অনুকরণ করাকে 'ধর্ম' বলে। শিক্ষার জন্য ব্যক্তির সঠিক অনুকরণ করাকে 'সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন' বলে। মুসলমান জাতি আল্লাহর বা আল-কুরআনের অনুসরণ করে এবং রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ করে। আমাদের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর সঠিক অনুকরণ নিয়ে মতভেদ থাকার কারণে আজ আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। এই সব দল নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর দেখানো ইসলামের কিছু অংশের অনুকরণ করে, বাকি সব নিজেদের দলের মনগড়া। এই মনগড়া নিয়ম দিয়ে যে যার মতো করে ইসলাম পালন করে। ইসলামিক সরকার সকলের মনগড়া নিয়ম বাদ দিয়ে জাতিকে রাসূল (সা.)-এর সঠিক অনুকরণ করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সঠিক অনুকরণের মাধ্যমে আমাদের মধ্য থেকে দলগত মতভেদের বিলুপ্তি ঘটবে।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শনের জন্য যেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. মাজারে শুধুমাত্র পুরুষরা জিয়ারত করতে পারবে।
২. সকল মাজার থেকে স্থাপনা অপসারণ করা হবে।
৩. সকল ইসলামিক দলের বিলুপ্তি ঘটানো হবে।
৪. সাহাবীগণ যেভাবে ইসলাম পালন করেছেন, সেইভাবে ইসলাম পালন করানো হবে।
৫. দারুল ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ গঠন করে মতপার্থক্যের বিষয়সমূহ সমাধান করা হবে।
৬. কাদিয়ানী মতবাদ সহ সকল প্রকার ভণ্ডদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটানো হবে।
৭. কাফির-মুনাফিকরা মিলিত হয়ে ইসলামের যেই সকল বিষয় পরিবর্তন করেছে, তা ঠিক করা হবে।
৮. 'মন্দের ভালো' বলে যেই সকল ভণ্ডরা ইসলামের ক্ষতি করছে, তাদেরকে অপসারণ করা হবে।
৯. কাফিররা যেই সকল কাজকে 'চরমপন্থা' বলবে, ইসলামিক সরকার সেই সকল কাজকে 'উত্তমপন্থা' বলে ঘোষণা করবে।
১০. কাফিরদের ধর্ম পালন বিষয়ে সাহাবাদের নীতি অনুসরণ করা হবে।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের সকল কার্যক্রম সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শনের অংশ। ইসলামে ব্যক্তিগত কোনো নিয়ম তৈরি করার সুযোগ নেই।

আমরা কী চাই?

আমরা সমাজে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজন জাতির ঐক্যের, জাতির ঐক্যের জন্য প্রয়োজন ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন শরিয়াহ শাসনতন্ত্রের। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করার জন্য আমাদের রাসূল (সাঃ) যা করেছিলেন, আমরা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মিল রেখে কাজ করব।

ক. তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

খ. হিজরতের স্থান নির্ণয় করেছেন।

গ. হিজরতের পূর্বে আকাবার শপথ নামে ঈমানদারদের সাথে চুক্তি করেন।

ঘ. হিজরত করেন।

ঙ. মদিনাতে ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরু করেন।

চ. বাণিজ্যিক কাফেলাতে হামলা করেন।

ছ. সময় অনুযায়ী যুদ্ধ করেন।

১. ইসলামের দাওয়াত: ইসলামের দাওয়াত বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাপক আকারে চলছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান প্রক্রিয়া।

২. হিজরতের স্থান নির্ণয়: ন্যায়পরায়ণ শাসক যেখানে আছেন, সেই দেশ আমাদের থেকে অনেক দূরে। পৃথিবীর বিভাজন নিয়মের কারণে সেখানে যাওয়া আমাদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য। কেউ যেতে পারলে উত্তম, কিন্তু রাসূল (সাঃ) এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। ঈমানদার ও সামরিক সক্ষমতা আছে এমন স্থানে হিজরত করার পদ্ধতি রাসূল (সাঃ) অনুসরণ করেছিলেন। ঈমানদার অর্থাৎ নিরাপত্তা; সামরিক সক্ষমতা অর্থাৎ সমরাস্ত্র মজুদ ও সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে; স্থান অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থান; হিজরত অর্থাৎ সময় অনুসারে যুদ্ধ। এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করলে আমরা আমাদের দেশের পাশে একটি স্থানকে খুঁজে পাই-তা হলো আরাকান, যেখানে আরাকানি মুসলিম আছে।

৩. হিজরতের পূর্বে ঈমানদারদের সাথে চুক্তি: আরাকান মুজাহিদদের সাথে সুন্নত মোতাবেক একটি চুক্তি করা যেতে পারে।

৪. হিজরত: আমাদেরকে আরাকানে হিজরতের জন্য প্রস্তুত হতে

৫. ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরু করা: রাসূল (সাঃ) হিজরত করে মদিনাতে যাওয়ার পর থেকে মদিনাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করেছেন। আমাদেরকেও বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করতে হবে। তারা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা কাফিরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় (আত-তাওবা:১২০)।

৬. বাণিজ্যিক কাফেলাতে হামলা করা: রাসূল (সাঃ) প্রথমে মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলাতে হামলা করেছেন, সেই অনুসারে আমরা বর্তমান সরকারের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হামলা করব। এতে করে বর্তমান সরকারের সামরিক, আধা-সামরিক ও অভ্যন্তরীণ বাহিনীর একতার মূলভিত্তি অর্থ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাবে। তারা যখন অর্থ পাবে না তখন তাদের শক্তি কমে যাবে।

সরকারের বাণিজ্যিক লক্ষ্যবস্তুসমূহ:

১. মার্কিন আধিপত্য কমাতে সাবমেরিন কেবল বিচ্ছিন্ন করা: সমুদ্রের তলদেশে থাকা ফাইবার অপটিক কেবলগুলি কেটে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে বৈশ্বিক ইন্টারনেট যোগাযোগকে ব্যাহত করা। মার্কিন আধিপত্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতাও কমবে। পাশাপাশি, মুসলমান জাতি বেঁচে যাবে পর্নোগ্রাফি হতে, ফেসবুকের মাধ্যমে সংঘটিত ঘিনা হতে, পরকীয়া হতে, ইউটিউব দিয়ে সেকুলারদের প্রচার হতে এবং নামাজ বাদ দিয়ে টিকটক সহ মোবাইলে আসক্তি হতে। এই সকল বন্ধ করার একটি উপায় হলো সাবমেরিন কেবল বিচ্ছিন্ন করা। এই কাজ বর্তমান সময়ে আমাদের উপর ফরজ হয়ে গেছে। যে কেবল ঈমানের ক্ষতি করে ওই কেবল দিয়ে অর্থ উন্নতি করে লাভ কি?

২. মোবাইল টাওয়ারের সংকেত জ্যাম বা বন্ধ করা: সংকেত জ্যামিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের যোগাযোগকে অকার্যকর করা হয়। এটি বর্তমান সরকারের আয়ের বড় একটি উৎস।

৩. বর্তমান সরকারের আয়ের উৎসে টোল, খাজনা, জমির খাজনা, দেনমোহর খাজনা, পৌরকর, ভ্যাট, ট্যাক্স, গ্যাস, পানি, ও বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার ওপর হস্তক্ষেপ করা।

৪. টিভি সংকেত ব্যাহত বা জ্যাম করা: এটিও জ্যামিংয়ের মাধ্যমে করা হয়, যা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় টেলিভিশন সম্প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করে। টিভির মিথ্যাচার থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য এটি করা হয়।

৭. সময় অনুযায়ী যুদ্ধ: বর্তমান সরকার ব্যবস্থাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলে তারা এমনিতে আমাদের উপর চড়াও হয়ে যুদ্ধ করবে। অন্যদিকে ইসলামিক সরকার আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়ে যাবে।

আমরা কেনো যুদ্ধ করব:

ক) যুদ্ধ ছাড়া সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ করা সম্ভব নয়। কারণ যুদ্ধ ব্যতীত পরিবেশে অনেক জনের অনেক মত থাকে, আবার নতুন করে বিদ্রোহের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। গৃহযুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তার জন্য বড় হোক বা ছোট, যুদ্ধ করতে হবে।

খ) বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে ছোট যুদ্ধকে সামাল দেওয়া যায়। আর মুসলমানেরা সব সময় কম সংখ্যা দিয়ে যুদ্ধ করে। যার উদাহরণ: তালুত ও জালুতের যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ, হুনাইনের যুদ্ধ এবং আইন জালুতের যুদ্ধ।

গ) আরব ইসরাইল যুদ্ধ, আরবদের সাথে মাত্র ৭ দিন যুদ্ধ করে ইসরাইল এখন বেশ শক্তিশালী দেশ হয়েছে।

আরবরা যদি ইসরাইলে যুদ্ধে বিজয়ী না দিতো তাহলে তারা এত শক্তিশালী হতে পারত না।

ঘ) দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য ও সিরাতের আলোকে দেশকে পরিচালনা শুরু করার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

আমরা কেনো যুদ্ধ করব:

ঙ) দেশ পুনর্গঠনের সকল কার্যক্রম প্রকাশ্যে চালু করার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

চ) বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার জন্য এবং প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

ছ) মুমিন এবং মুনাফিকদের মধ্যকার পার্থক্য প্রকাশ্যে স্পষ্ট করার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

জ) দেশি ও বিদেশি শত্রুদের শক্তি দেখানোর জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

ঝ) মুমিনদের জামায়াতবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য এবং মুমিনরা যাতে সঠিক দল চিনতে পারে সেই জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

ঞ) দেশ পরিচালনার জন্য নতুন বাহিনী গঠনের জন্য ও সমাজের মুফতি, ইসলামিক শিক্ষকগণ, ইমাম-মুয়াজ্জিন-কে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

ট) বর্তমান সামরিক বাহিনী ও পুলিশকে অস্ত্র সমর্পণ করানোর জন্য ও সেনানিবাস ও পুলিশ ফাঁড়িকে ইসলামিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

১. ইসলামিক সরকার সম্পন্ন দেশ নিয়ন্ত্রণ নিলে বর্তমান কর্মীদের কী হবে?

উত্তর: যেহেতু বর্তমান কর্মীগণ কাফেরদের সহযোগী, তাই তাদের কাউকে ইসলামিক সরকার গ্রহণ করবে না। কারণ, যে ব্যক্তি বর্তমানে হারাম কাজ করে, সেই ব্যক্তি ইসলামিক সরকারের হয়ে কাজ করলেও হারাম কাজ করবে। কিন্তু যারা ইসলামিক সরকারের আদেশ শুনে চাকরি হতে অব্যাহতি নেবেন, তাদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ প্রদান করা হবে। ইসলামিক সরকার যেহেতু আল্লাহর শাসন বাস্তবায়ন করবে, তার জন্য সকল কর্মীকে পরহেজগার হতে হবে। অনেকে হয়তো বলবেন, ইসলামিক সরকারের আদেশ কে শুনবে? আজ যেই সরকার দেশে বিদ্যমান, কিছু দিন আগে তাদের কথাও কেউ শুনত না। বর্তমানে দেশে ৬০ শতাংশ মানুষ ইসলামিক দলের সাথে যুক্ত। যে সকল ইসলামিক দল নির্বাচনের পিছনে ছুটছেন, আপনারা সকলে মিলে ইসলামিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করলে, দেশের কারো শক্তি নেই আপনাদের মোকাবিলা করার। কিন্তু আপনারা পারবেন না, কারণ আপনারা জাতিসংঘকে ভয় পান। এই জন্য আপনারা হলেন মুনাফিক।

২. সাহাবাদের সময় নির্বাচন কেমন ছিল?

উত্তর: আমাদের মধ্যে অনেকে বলে, সাহাবাদের সময়েও নির্বাচন ছিল। তারা বলে, রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পরে সকল সাহাবী মিলে আবু বকর (রাঃ)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এই জন্য তারা বলে, ইসলামে নির্বাচন আছে। কথা সত্য, নির্বাচন আছে, কিন্তু যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন ঈমানদার ও পরহেজগার—এই কথা বলে না। আবু বকর (রাঃ) যদি আল্লাহভীরু ও পরহেজগার হন, তাহলে বলা যায়, যারা প্রার্থী হতে চাইবে, তাদেরকে পরহেজগার হতে হবে।

৩. ইসলামিক সরকার গঠনের পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে মুসলিম বিবাহিত পুরুষ আল্লাহর সব আদেশ-নিষেধ মান্য করে এবং সুন্নত মোতাবেক পরিচালিত হন। যিনি আল-কোরআন ও হাদিসের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তিনি জাতির নেতা হওয়ার প্রার্থী হতে পারবেন। সেই প্রার্থীগণের মধ্য থেকে মুমিনদের নিকট যাদের জনপ্রিয়তা বেশি, তাঁরা হবেন রাষ্ট্রীয় শুরা সদস্য। আর এই রাষ্ট্রীয় শুরা সদস্যদেরকেই ইসলামিক সরকার বলা হয়। এইভাবেই বিভাগীয় শুরা, জেলা শুরা, উপজেলা শুরা ও মসজিদ শুরা গঠন করা হয়।

৪. কাদের নেতৃত্বে ইসলামী সরকার গঠন করা হবে?

উত্তর: দেওবন্দ অনুসারীদের মধ্য থেকে সৎ, আমলদার ও প্রকাশ্যে কুফর বা দাজ্জাল বিদ্বেষ্ট ব্যক্তির নেতৃত্বে ইসলামিক সরকার গঠন করা হয়। দেওবন্দ শিক্ষা ব্যবস্থা মদিনার আহলে সুফফার সদৃশ শিক্ষা ব্যবস্থা। ইসলামিক সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে মুনাফিক ও কাফেরদের থেকে মুমিনদের পৃথক করা হয়। এতে করে হক আর বাতিল (বাতেল) মুখোমুখি অবস্থান করে।

৫. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পূর্বে ইসলামিক সরকার গঠন সম্পর্কে?

উত্তর: আপনারা কি কেউ জানেন—আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) কোন দলের সভাপতি বা দলনেতা ছিলেন? নিশ্চয়ই সবাই বলবেন, তাঁরা সভাপতি বা দলনেতা ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের চার জন খলিফা বা শাসক। তাহলে আমরা বলতে পারি, ১৯১৮ সাল থেকে ব্রিটিশরা আমাদের মধ্যে যেই সভাপতি বা দলনেতা পদ্ধতি প্রবেশ করিয়েছে, তার কারণেই আজ আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। অর্থাৎ, মুসলমানরা সভাপতি বা দলনেতা পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। মুসলমানরা পরিচালিত হয় খিলাফতভিত্তিক সরকার বা শাসকের মাধ্যমে। তাই বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে মুসলমানদের জন্য ইসলামিক সরকার বা শাসক গঠন করা প্রয়োজন।

৬. বাইতুল মাল প্রদান সম্পর্কে নিয়ম কী?

উত্তর: ইসলামিক রাষ্ট্রের কোষাগারকে বাইতুল মাল বলা হয়। বাইতুল মাল থেকে রাষ্ট্রের আমির প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানেরা সব সময় রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে, দল ব্যবস্থার মধ্যে নয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইসলামিক যে সকল দল 'বাইতুল মাল' বলে কর্মীদের থেকে অর্থ গ্রহণ করে, তারা নিজ কর্মীদেরকে ধোঁকা দেয়। যারা দলকে বাইতুল মাল প্রদান করে, তারা এই অর্থের কোনো সওয়াব পান কিনা-তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। যেহেতু বাইতুল মাল রাষ্ট্রের জন্য, তাই 'বাইতুল মাল' নাম দিয়ে কোনো দল অর্থ উত্তোলন করতে পারবে না।

৭. যুদ্ধের পূর্বে ইসলামিক সরকার গঠন সম্পর্কে?

উত্তর: ১৯১৮ সালের পর থেকে পৃথিবীতে কয়টি দেশে গণ-অভ্যুত্থান, সামরিক অভ্যুত্থান, গণতান্ত্রিক নির্বাচন বা দাওয়াতের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর ফরয বিধান মান্য করতে পেরেছে? এখন পর্যন্ত কেউ পারেনি। আমাদের মধ্যে যারা এই সব করে খিলাফত বাস্তবায়ন করবেন বলে জাতিকে বলছেন, তাঁরা জাতিকে প্রকাশ্যে ধোঁকা দিচ্ছেন। আর আপনি যদি একজন নেতার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন, তাহলে সেই নেতাকে হত্যা করলে যুদ্ধ শেষ। কিন্তু আপনি যদি ইসলামিক সরকারের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন, তাহলে যত নেতাকে হত্যা করা হোক, যুদ্ধ চলতে থাকবে। কারণ, সরকার কাঠামো থাকার কারণে মুমিনরা কখনও নেতাসূন্য থাকে না। তাই বর্তমানে যুদ্ধের পূর্বে সরকার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। তাকিয়ে দেখুন, সারা বিশ্বে দাজ্জালের অনুসারীরা (আমেরিকা) সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের ওপর তাগুব চালাচ্ছে। তাদের এই তাগুব বন্ধ করতে হলে ইসলামিক সরকার ব্যবস্থা গঠনের কোনো বিকল্প নেই।

৮. একটি দেশে দুটি সরকার থাকলে আমি কার নির্দেশ মান্য করব?

উত্তর: মানুষের জীবন হলো পুলসিরাতের রাস্তা। এই রাস্তায় আল্লাহর আদেশ মান্য করে চললে আপনি জান্নাত পাবেন। আর ইবলিশ এবং তার অনুসারী দাজ্জাল ও দাজ্জালের অনুসারী জাতিসংঘ-এর আদেশ মান্য করে চললে আপনি জাহান্নামে যাবেন। যেহেতু বর্তমান সরকার দাজ্জালের অনুসারী, এই জন্য আমরা মুমিনরা তার আদেশ মানতে বাধ্য নই। ইসলামিক সরকারের মাধ্যমে মুমিন আর মুনাফিক ও কাফের মুখোমুখি অবস্থান করবে, তাই আমরা বলব আপনি মুমিনদের সাথে থাকুন। অর্থাৎ, আপনি বর্তমান সরকারকে বাদ দিয়ে ইসলামিক সরকারের আদেশ মান্য করুন।

৯. বর্তমান সময়ে মুমিনরা কী করবে?

উত্তর: ইসলামিক সরকারের মধ্যে কিছু আলেম থাকবেন, যাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গোয়েন্দা (ডিবি), র‍্যাব (RAB) সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখবেন। অন্যদিকে, ইসলামিক সরকারের বাকি সদস্যরা সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে ও নিরলসভাবে ইসলামিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন।

কাজের ধরণ:

মোবাইল টাওয়ারের সংকেত জ্যাম বা বন্ধ করা: সংকেত জ্যামিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের যোগাযোগকে অকার্যকর করা হয়। এটি বর্তমান সরকারের আয়ের বড় একটি উৎস।

কাজের ধরণ:

মার্কিন আধিপত্য কমাতে সাবমেরিন কেবল বিচ্ছিন্ন করা: সমুদ্রের তলদেশে থাকা ফাইবার অপটিক কেবলগুলি কেটে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে বৈশ্বিক ইন্টারনেট যোগাযোগকে ব্যাহত করা। মার্কিন আধিপত্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতাও কমবে। পাশাপাশি, মুসলমান জাতি বেঁচে যাবে পর্নোগ্রাফি হতে, ফেসবুকের মাধ্যমে সংঘটিত ঘিনা হতে, পরকীয়া হতে, ইউটিউব দিয়ে সেকুলারদের প্রচার হতে এবং নামাজ বাদ দিয়ে টিকটক সহ মোবাইলে আসক্তি হতে। এই সকল বন্ধ করার একটি উপায় হলো সাবমেরিন কেবল বিচ্ছিন্ন করা।

টিভি সংকেত ব্যাহত বা জ্যাম করা: এটিও জ্যামিংয়ের মাধ্যমে করা হয়, যা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় টেলিভিশন সম্প্রচারকে বাধাগ্রস্ত করে। টিভির মিথ্যাচার থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য এটি করা হয়।